দুরালাপনী ঃ +৮৮ ০২৩৩৩৩২৩৮০১-৮০৪
Website: www.cnfctg.org, www.cnfctg.net
E-mail: cnfctg@gmail.com, cnfctg@yahoo.com

চট্টগ্রাম কাস্টমস্ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন

CHATTOGRAM CUSTOMS AGENTS ASSOCIATION

সি এন্ড এফ টাওয়ার (১৪তম তলা), ১৭১২, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ বা/এ, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম-৪১০০

প্রচার পত্র নং-৫৫/২০২৫ তারিখঃ৩১/০৮/২০২৫ ইং।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দের প্রতি,

পরিচালক (নিরাপত্তা), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম এর নথি নং-১৮.১৩.০০০০.১৩২.১৬.০০১.২৫/৯৬৪, তারিখঃ ২৫/০৮/২০২৫ খ্রি. সম্মানিত সদস্যবৃন্দের অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে আদেশক্রমে প্রচার করা হলো।

মোঃ মিজানুর রহমান
সচিব

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

পরিচালক (নিরাপত্তা) এর দপ্তর

নথি নং- ১৮.১৩.০০০০.১৩২.১৬.০০১.২৫/৯৬৪ তারিখ:২৫/০৮/২০২৫ ইং

বিষয় ঃ **চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে আমদানিকৃত ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক ও বিস্ফোরক দ্রব্য আমদানি, রপ্তানি, সংরক্ষণ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন এবং বাধ্যতামূলকভাবে আমদানি ও রপ্তানি নীতিমালা অনুসরণ করণ প্রসঙ্গে।**

১। চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের প্রধানতম আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর ও প্রথম শ্রেণীর কেপিআই। চট্টগ্রাম বন্দর একটি ISPS Compliance Port। DG CARGO ACT 1953 এবং IMDG CODE অনুযায়ী আমদানিকৃত রাসায়নিক ও বিস্ফোরক পণ্যসমূহ প্রথম শ্রেণীর বিস্ফোরক ও নিয়ন্ত্রিত পণ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন-অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, গ্যাস সিলিন্ডার, প্রথম শ্রেণীর পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, এসিড ও ক্ষার, জারক পদার্থ, জৈব পার অক্সাইড। বিভিন্ন আমদানী পণ্যের মধ্যে উল্লেখিত ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক ও বিস্ফোরক দ্রব্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে আমদানি করা হয়। বন্দরের সার্বিক নিরাপত্তা ও ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক ও বিস্ফোরক দ্রব্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক পণ্য সমূহের আমদানি, রপ্তানি ও সংরক্ষণে প্রচলিত আইনের বিধিমালা প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন।

২। সম্প্রতি পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, বিভিন্ন আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান প্রচলিত আইন ও নিয়ম না মেনে ডিজি পণ্য আমদানী, সংরক্ষণ ও বিপনন করছে। যথাযথ আইন অমান্য করে ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক ও বিস্ফোরক দ্রব্য আমদানি, রপ্তানি, পরিবহন ও সংরক্ষণ চট্টগ্রাম বন্দরের নিরাপত্তার জন্য একটি বড় হুমকি। এতদবিষয়ে, সচেতনতা বৃদ্ধি ও বহুল প্রচারের লক্ষ্যে গণবিজ্ঞপ্তিটি বন্দরের সাথে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের অবগত করার জন্য সংযুক্ত করা হলো।

৩। এতদপ্রেক্ষিতে, যথাযথ কার্যব্যবস্থা গ্রহণ, সচেতনতা বৃদ্ধি ও বহুল প্রচারের স্বার্থে সংযুক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সকল বিধিমালা অনুসরণ করে বর্ণিত রাসায়নিক ও বিস্ফোরক দ্রব্য আমদানি, রপ্তানি, সংরক্ষণ ও পরিবহনের অনুরোধ করা যাচ্ছে।

৪। এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

স্বা:/
পরিচালক (নিরাপত্তা)
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

সংযুক্তি: গণবিজ্ঞপ্তি ০১(এক) পাতা

D:\Circular Letter\Circular-2025.doc

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

টেলিফোনঃ +৮৮-০২-৩৩৩৩২২২০০-২৯, ফ্যাক্সঃ +৮৮-০২-৩৩৩৩১০৮৮৯, ই-মেইল- info@cpa.gov.bd

গণবিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম বন্দর একটি প্রথম শ্রেণীর কেপিআই ও প্রধানতম আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর। বাংলাদেশের জাতীয় আমদানি ও রপ্তানির বাণিজ্যের প্রায় ৯৮ শতাংশ পণ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ বন্দরের যাবতীয় কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও বাংলাদেশের প্রচলিত বিভিন্ন আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। বিভিন্ন আমদানি পণ্যের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক ও বিস্ফোরক দ্রব্য এই বন্দরের মাধ্যমে আমদানি করা হয়। এসকল বিস্ফোরক ও নিয়ন্ত্রিত পণ্য সমূহ চবক সংরক্ষিত এলাকার নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সম্প্রতি পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, বিভিন্ন আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান প্রচলিত আইন ও নিয়ম না মেনে ডিজি পণ্য আমদানী, সংরক্ষণ ও বিপণন করছে। এতদ্‌প্রেক্ষিতে, ডিজি পণ্যসমূহ আমদানী, সংরক্ষণ ও ব্যবহার বিষয়ক তথ্যাদি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

DG CARGO ACT 1953 এবং IMDG CODE অনুযায়ি আমদানীকৃত রাসায়নিক ও বিস্ফোরক পণ্যসমূহ প্রথম শ্রেণীর বিস্ফোরক ও নিয়ন্ত্রিত পণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে যেমন-অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, গ্যাস সিলিন্ডার, প্রথম শ্রেণীর পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, এসিড ও ক্ষার, জারক পদার্থ, জৈব পার অক্সাইড।

বিস্ফোরক ও নিয়ন্ত্রিত পণ্য সমূহের প্রযোজ্য আইন ও বিধিমালা - উল্লেখিত প্রথম শ্রেনীর বিস্ফোরক ও নিয়ন্ত্রিত পণ্য চালান সমূহ বিভিন্ন আইন ও বিধিমালা অনুসারে আমদানীর ক্ষেত্রে নির্দেশিত ও নিয়ন্ত্রিত, **ডিজি পণ্য চালান আমদানির ক্ষেত্রে বিস্ফোরক বিধিমালা-২০০৪, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বিধিমালা-২০১৮, গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা- ১৯৯১, পেট্রোলিয়াম বিধিমালা-২০১৮, অস্ত্র বিধিমালা-১৯২৪, এসিড নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা-২০০৪, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা-১৯৯৯, অ্যালকোহল বিধিমালা-২০২২, কার্বাইড বিধিমালা-২০০৩** নির্দেশিত।

আমদানিকৃত ডিজি পণ্য সংরক্ষণ ও খালাসের সীমাবদ্ধতা- অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট আমদানির ক্ষেত্রে **অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বিধিমালা** এর ধারা ৪ মোতাবেক লাইসেন্স ব্যতীত কোন ব্যক্তি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উৎপাদন, রুপান্তর, আমদানি, রপ্তানি, বোঝাই ও খালাস পরিবহণ বা বিক্রয় ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করতে পারবে না এবং **ধারা ১৭(৩)** মোতাবেক সমুদ্রপথে আমদানিকৃত অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বন্দরে সংরক্ষণ করা যাবে না। এছাড়াও **আমদানি নীতি আদেশ প্যারা ২৫ এর (১) (খ)** মোতাবেক অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, পটাসিয়াম নাইট্রেট, বেরিয়াম নাইট্রেট, পটাসিয়াম ক্লোরেট, সালফার, এ্যালমিনিয়াম পাউডার, ক্যালসিয়াম কার্বাইড ইত্যাদি এবং **আমদানি নীতি আদেশ প্যারা ২৫ এর (১৩) (ক ও খ)** মোতাবেক গ্যাস সিলিন্ডার ও গ্যাস-ইন-সিলিন্ডার এর জন্য প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্র, **আমদানি নীতি আদেশ প্যারা ২৫ এর (৪) (ক ও খ)** মোতাবেক এসিড ও ক্ষার এর জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে আমদানি লাইসেন্স, **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৮ ও এ্যালকোহল বিধিমালা-২০২২** মোতাবেক অ্যালকোহল আমদানির জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমতি পত্র, **আমদানি নীতি আদেশ প্যারা ২৫ এর (২)** মোতাবেক তেজস্ক্রিয় পদার্থের জন্য বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন হতে পূর্বানুমতিপত্র প্রয়োজন হবে।

বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় মজুদ ও ডেলিভারীর নিয়ম- অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, গ্যাস সিলিন্ডার, প্রথম শ্রেণীর বিস্ফোরক, জৈব পার অক্সাইড, রেড ফরফরাস, তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইত্যাদি পণ্যগুলো বন্দরে সংরক্ষণ করা বন্দরের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় বর্ণিত মালামালের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও পোর্ট কন্টেইনার ম্যানুয়াল/ট্রাফিক ম্যানুয়াল/পোর্ট রেগুলেশন অনুসারে জাহাজ হতে সরাসরি খালাসের অনুমোদন দেয়া হয়। এই ধরনের পণ্য বন্দর অভ্যন্তরে সংরক্ষনের অনুমোদন দেয়া হয় না।

আমদানিকৃত ডিজি পণ্যের ক্ষয়ক্ষতির দায়ভার, পূর্বানুমতি ব্যতীত ডিজি পণ্য আমদানী/খালাস, বিলম্ব ডেলিভারি ও অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার জন্য সংশ্লিষ্ট আমদানীকারক প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে, চট্টগ্রাম বন্দরের কোনরুপ দায়ভার থাকবে না।

আমদানি সতর্কতা- বর্ণিত রাসায়নিক ও বিস্ফোরক পন্যসমূহ আমদানির পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, পরিদপ্তরের অনুমতি/পূর্বানুমতি/লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। চট্টগ্রাম বন্দরের প্রচলিত নিয়ম মেনে আমদানি করার জন্য আমদানিকারক সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা যাচ্ছে। অন্যথায় কোন অনাকাংখিত ঘটনা ও আর্থিক ক্ষতির জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। এছাড়াও বন্দরের সংরক্ষিত এলাকায় ডিজি পণ্য আমদানি ও খালাসের আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনানুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বন্দর ISPS CODE পালনকারী একটি আর্ন্তজাতিক মানের প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রীয় স্বার্থে ও আর্ন্তজাতিক মানদন্ড বজায় রাখার জন্য এ আদেশ জারী করা গেল।

আদেশক্রমে
যথাযথ কর্তৃপক্ষ